MAR. 03 2000

MAR. 04 2000

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ……
পৃষ্ঠা ..৬.. কলাম ..২

ভিড়ের চাপে পরীক্ষার্থী ও শিক্ষিকাস

কলারোয়া পরীক্ষা কেন্দ্রে মর্মান্তিক ঘটনা, মেয়েরা লাঞ্ছিত, সংঘর্ষ

মিজানুর রহমান, সাতক্ষীরা থেকে ॥ বৃহস্পতিবার সকালে জেলার কলারোয়া এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা শুরুর পূর্ব মুহূর্তে ভিড়ে ও পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে দু'জন পরীক্ষার্থী এবং এক শিক্ষিকাসহ ছয়জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে কমপক্ষে ৫০ জন। স্থানীয় প্রশাসন ৪ জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করেছে। ঘটনা তদন্তের জন্য এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কলারোয়া হাইস্কুলের উপকেন্দ্র স্থানীয় সরকারী কলেজে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটার পর থেকে দিনভর কলারোয়ায় বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ চলে। ব্যাপক বোমাবাজি, ভাংচুর ও ধাওয়া পাল্টাধাওয়ার মধ্যে থানা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ও থানাসহ স্থানীয় বিভিন্ন দফতর ভাংচুর করা হয়। এক সমাবেশে ক্ষুব্ধ জনতা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার মধ্যে স্থানীয় টিএনও ও ওসির অপসারণ দাবি করেছে। বৃহস্পতিবার

সকা…
কলা…
একে…
বিবর…
কিছু…
লাঞ্ছি…

ভিড়ের চাপে পরীক্ষার্থী

(প্রথম পাতার পর)

ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক হট্টোগোল ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার চেষ্টা করতে থাকে। অনেকে আবার ওপরে ওঠার চেষ্টা করে। প্রচণ্ড এই গণ্ডোগোলের সময় নিচ থেকে কলেজের কলাপসিবল গেট বন্ধ করে দেয়া হয়। পুলিশ রেলিং বেয়ে ওপরে উঠে লাঠিপেটা শুরু করার পর পরই কলেজের সিঁড়িতে পদদলিত হয়ে দু'জন পরীক্ষার্থী ও এক শিক্ষিকাসহ ছয়জনের মৃত্যু ঘটে।

নিহতরা হলেন, হাবিবুর (২২) বিএ'র ছাত্র, মামুনুর রশিদ (১৮), ফজিলা খাতুন (২৫) যুগিখালী স্কুলের শিক্ষিকা, লিপি (১৫) পরীক্ষার্থিনী, আসাদুল (১৬) পরীক্ষার্থী ও আবুল কাশেম (৪৫)। আহতদের মধ্যে পলাশ, রানা, শহিদুল, ফরিদা, শিউলি, কাশেম, জ্যোৎস্না, সামাদসহ অনেককে স্থানীয় ও সাতক্ষীরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা কয়েকটি লাশ নিয়ে কলারোয়া বাজারে মিছিল করে। অনেকে লাশ নিয়ে বাড়িতে চলে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, একটি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের হাতে ঘটনার সময় কমপক্ষে ৮ থেকে ১০ ছাত্রী ও মহিলাকে লাঞ্ছিত হয়। এদের মধ্যে ৫ থেকে ৬ ছাত্রীকে শিক্ষক রুমে নিয়ে নতুন করে জামা-কাপড় পরিয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যদিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হলেও হলে ছিল নকলের ছড়াছড়ি। পরীক্ষা কেন্দ্রের দু'শ' গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারির নির্দেশ থাকলেও এ নিয়ম মানা হয়নি।

এদিকে দুপুরে খুলনার এ্যাডিশনাল ডিআইজি, এনায়েত উল্লাহ দেওয়ান ও সাতক্ষীরার ডিসি সাইফুল আলম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তাঁরা স্থানীয় হাসপাতালে জনতার হাতে ঘেরাও হয়ে থাকা টিএনওকে উদ্ধার করেন। এক প্রেস ব্রিফিংয়ে কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে হাবিবুর, মামুনুর রশিদ, ফজিলা খাতুন ও লিপি'র মৃত্যুর কথা স্বীকার করেন। অপরদিকে শিক্ষক সমিতি তাঁদের নিরাপত্তা না দিলে শনিবার থেকে পরীক্ষা গ্রহণে বিরত থাকবেন বলে জানিয়েছেন। সমিতি টিএনও, ওসির অপসারণ দাবি করে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কালো ব্যাজ ধারণের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোন মামলা হয়নি। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে।